Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 74-75
April-June, July-September 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-06-25
Published: 2023-09-09

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.252

Zakat Determination and Accounting Methods of Banks and Financial Instiutions

Mohammad Rahmatullah Khandakar *

ABSTRACT

Zakat ranks third among the five main pillars of Islam. As an economic act of worship, Allah, the Exalted, has made it obligatory on able Muslims. The role of Zakat in implementing the great goals of Shari'ah, such as the welfare of people, especially the establishment of economic justice in human society, is undeniable. At present, corporate bodies are recognized as legal persons. There exists divergent analysis, views and practices regarding the issue whether to pay zakat on the assets of banks and financial institutions as a legal person or what will be the determination process and accounting method. In this article various aspects and analysis of Sharia'h principles and widely practiced methods of accounting in zakat assessment of Islamic banks and financial institutions in accordance with the Shari'ah principles have been highlighted. This article has followed descriptive, analytical and review method. It is evident from this article that although there exist differences of opinion among jurists and scholars regarding the assessment process and accounting method of paying zakat on the assets possessed by banks and financial institutions, there is a consensus among them that zakat must be collected on the assets of these institutions to implement the goals and objectives of Shari'ah.

Keywords: Bank;Companny;Shareholder;Representative; Legal person.

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত মূল্যায়ন ও হিসাবায়ন পদ্ধতি

সারসংক্ষেপ

ইসলামের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাতের অবস্থান তৃতীয়। অর্থনৈতিক ইবাদত হিসেবে এটিকে মহান আল্লাহ সক্ষম মুসলমানদের ওপর বাধ্যতামূলক করেছেন।

* Mohammad Rahmatullah Khandker, Assistant Vice President, Sharia'h Secretariat Division, Standard Bank Limited. Bangladesh. Email: rahmatullah1066@gmail.com

মানুষের কল্যাণ বিশেষ করে মানবসমাজে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মতো শরী'আহর মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো আইনানুগ ব্যক্তি (legal person) হিসেবে স্বীকৃত। আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে কিনা, করলে তার নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও হিসাবায়ন পদ্ধতি কী হবে-এ নিয়ে নানা বিশ্লেষণ ও অনুশীলন রয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে শরী'আহর নীতিমালার অধীনে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত মূল্যায়নে শারঈ নীতিমালা ও হিসাবায়নের বহুল অনুশীলিত পদ্ধতিগুলোর নানা দিক ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তার ওপর যাকাত প্রদানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও হিসাবায়ন পদ্ধতি নিয়ে মুজতাহিদ ও ফকিহগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও শরী'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ওপর যাকাত আদায় করতে হবে মর্মে তাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।

মূলশব্দ: ব্যাংক; কোম্পানী; শেয়ারহোল্ডার; প্রতিনিধি; আইনানুগ ব্যক্তি

ইসলামের যাকাত বিধান

ইসলাম কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অধিকারের দাবি উত্থাপন ছাড়াই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছে। ইসলামের এই বিধান দায়সারাগোছের কিংবা সাময়িক নয়; বরং এর শিক্ষা গুরুত্বের দিক থেকে অনন্য ও কালজয়ী। কাজেই ইসলামী জীবনব্যবস্থায় যাকাত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সালাতের পাশাপাশি যাকাতের আলোচনা কুরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে আলোচিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

'তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে' (Al Qur'ān, 9: 103)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

'যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী'(Al Qur'ān, 41: 7)

আবু সুফিয়ান রা. বলেন

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالعَفَافِ

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত (প্রতিষ্ঠা করা), যাকাত (আদায় করা), আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পবিত্রতা রক্ষা করার আদেশ দেন (Al Bukhārī 2015, 1395)।

সার্বিক বিচারে ইসলামের যাকাত বিধান অত্যন্ত মানবিক, কল্যাণধর্মী ও ভারসাম্যপূর্ণ। যাকাত বিধানে যেমন গরিবও অভাবীদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের চেষ্টা রয়েছে তেমনি সম্পদের মালিকদের সামর্থ্যের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে

বিবেচিত হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদের মালিকদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। এ জন্য যাকাতের নেসাব নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। নিসাব পরিমাণ সম্পদ কারো কাছে এক বছর থাকলেই তার ওপর যাকাত ফরয। একাধিক হাদীসে সবিস্তারে যাকাতের নিসাব সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশনা সম্বলিত একটি হাদীস হলো:

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَهُ لأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ

হাম্মাদ বলেছেন, আমি সুমামা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আনাস থেকে একটি পত্র সংগ্রহ করেছি, যা আবু বকর রা. আনাস রা.-কে সদকা উসুল করার জন্য প্রেরণের সময় লিখে দিয়েছিলেন, যাতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিলমোহর ছিল। উক্ত পত্রে লেখা ছিল, এটি সদকা বা যাকাতের নেসাব, যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্য ফরয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যার নিকট যথাযথ পরিমাণ সম্পদ চাওয়া হয় সে যেন তা আদায় করে দেয়। আর যদি পরিমাণের অতিরিক্ত চাওয়া হয়, তাহলে সে যেন তা না দেয়.. (Abū Dāwūd 1999, 1567)।

যাকাত যেমন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তেমনি এই বিধান মানবিক ও ইনসাফপূর্ণ। যাকাতের প্রাপকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ যেমন সোচ্চার তেমনি যাকাতদাতাদের প্রতিও রাখা হয় ইনসাফের দৃষ্টি। তাদের প্রতি যেন কোনো অবিচার না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

যাকাতের মাকাসিদ বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলামী জীবন-বিধানের প্রধান লক্ষ্য দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। আর যাকাত যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান তাই এটিকে বাধ্যতামূলক করার পেছনেও রয়েছে কতগুলো মাকাসিদ বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। যাকাত ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বিত রূপ।

- যাকাত একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা হওয়ার কারণ এটি ইসলামী জীবন-বিধানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের উপায়।
- এটি একটি সামাজিক ব্যবস্থা যা মানবসমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কারণ রাষ্ট্রকে অবশ্যই যাকাত সংগ্রহ করতে হয় এবং এর প্রাপকদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বিতরণ করতে হয়।
- এটি একটি নৈতিক ব্যবস্থা, কারণ এটি ধনীর আত্মাকে লোভের নোংরামি থেকে মুক্ত করে এবং অন্যের অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করে।

একই সাথে উদারতা ও ভালবাসার মাধ্যমে এটি বঞ্চিতদের অন্তর থেকে হিংসার আগুন নিভিয়ে দেয়।

- এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই কারণে যে, তা জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যয়িত হয়।

যাকাতের ব্যাপক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আরও কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

- **দীন সংরক্ষণ:** যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দীন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের মধ্যে 'ফি সাবিলিল্লাহ' ও 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'-খাত দুটি মূলত দীনের হেফাযতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ দুই খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে যেমন দীনের প্রচার-প্রসার ঘটানো যায় তেমনি দীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার দূর করা যায়। একইভাবে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে দীনের প্রতি প্রতিবন্ধক শক্তির মনও আকৃষ্ট করা যায়।
- **জীবন সংরক্ষণ:** ফকির ও মিসকিনের অভাব মোচন, দাস ও বন্দি মুক্তকরণ, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ, সহায়-সম্বলহীন পথিককে গন্তব্যে পৌঁছানো ইত্যাদির মাধ্যমে মানবসমাজকে অনিবার্য ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে রক্ষা এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- **আকল সংরক্ষণ:** সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষণাকর্মে যাকাতের অর্থ ব্যয়ে অশিক্ষা-কুশিক্ষা থেকে মানুষের আকল বা বিবেক-বুদ্ধি হেফাযত করা যায়। এ ছাড়া দারিদ্র্যের কারণে মানুষের আকিদাগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, অনেক সময় দারিদ্র্য মানুষকে কুফুরির কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর যাকাত দারিদ্র্যদূরীকরণে সহায়তা করে। ফলে যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্যজনিত আকিদাগত বিভ্রান্তিও দূর করা যায়।
- **বংশধারা রক্ষা:** দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা অর্থাভাবে বিবাহে সক্ষম নয়, যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদের বিবাহের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে মানবজাতির পবিত্র বংশধারা রক্ষায় সহায়তা করা যায়। অনেক সময় দারিদ্র্যের কারণে কোনো কোনো নারী পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। যাকাতের অর্থ দিয়ে বৈধ প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে এ গর্হিত কাজ থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- **সম্পদ সংরক্ষণ:** যাকাত সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায়, মালিকানার দাবি প্রতিষ্ঠিত করে এবং অন্যের হক প্রদানের মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করে। অন্য দিকে যাকাতের কারণে অভাবীদের কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়ে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।
- **সম্পদ ও মনের পবিত্রতা:** যাকাত মানুষের মন ও সম্পদকে পবিত্র করে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে কৃপণতা দূর হয় এবং মহানুভবতা ও বদান্যতা সৃষ্টি হয়। আর যাকাত যেহেতু পাওনাদারদের হক, ফলে সে হক আদায়ের মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করা হয়।

- **সম্পদ সঞ্চালন:** যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ যাকাত আদায় করা হয় ধনীদের কাছ থেকে আর বণ্টন করা গরিবদের মাঝে– এতে যেমন সম্পদের গতিশীলতা বাড়ে তেমনি ধনী ও গরিবের মাঝে আয়-বৈষম্য হ্রাস পায়।
- **দারিদ্র্য দূরীকরণ:** দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। এ ছাড়া দারিদ্র্যের কারণে সৃষ্ট কুফল বিশেষ করে চুরি-ডাকাতি, বঞ্চনা ইত্যাদি থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়।
- **অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার:** ধনীদের সম্পদে রয়েছে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার। যাকাতের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রদান করা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। এতিম শিশু, বিধবা নারী, অসহায় মা, শারীরিক প্রতিবন্ধী, অন্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অক্ষমদের কথা ইসলাম ভুলে যায়নি। তারা উপার্জন করতে না পারলেও ইসলাম তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। যাকাত সেই অধিকার নিশ্চিত করে।
- **সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ:** যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বাড়ে, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।
- **নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়:** সম্পদ অবশ্যই মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি নেয়ামত। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

আধুনিক কর্পোরেশনের ধারণা

ক্লাসিক্যাল ফিকহের গ্রন্থাবলিতে পশ্চিমা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিকটতম উদাহরণ হলো বাইতুল মাল, ওয়াকফ, মসজিদ, দাতব্যসংস্থা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে আইনানুগ ব্যক্তির উদাহরণ ব্যাখ্যা করার মতো যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায় বলে আধুনিককালের বহু ফকিহ্ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৯৮৪ সালের ৩০ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত যাকাত-বিষয়ক প্রথম কনফারেন্সে সকল পাবলিক, প্রাইভেট লিমিটেড ও যৌথ মূলধনী বৃহদায়তন কারবার প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে সর্বসম্মতিক্রমে আইনগত সত্তা (legal entity) রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রিজার্ভ ও প্রভিশনের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে বলে ঐকমত্য পোষণ করা হয় (Islami Bank 2017, 132)। আধুনিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানি মূলত মুদারাবাহ ও শারিকাহ আল-ইনানের সমন্বয়ে গঠিত। এই ধরনের অংশীদারিত্বে, সমস্ত শেয়ারহোল্ডার অংশীদার, যদিও তাদের মালিকানা অপরিহার্যভাবে সমান নয়, কেননা কোম্পানির মূলধনে তাদের পরিমাণে ভিন্নতা রয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণকে সাহেব আল-মাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর যারা পরিচালক হিসাবে কাজ করেন তারা কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্বের কারণে মুদারিবের মতো। যাদের মাধ্যমে কোম্পানি কাজ করে তারা মুদারিবের মতো বিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও সরল বিশ্বাসের সাথে কাজ করেন। তাই পরিচালকগণকে

সাহেব আল-মাল ও মুদারিব উভয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও পরিচালক শেয়ারহোল্ডার বা সাহেব আল-মাল থেকেই হওয়া জরুরি নয়।

যৌথ মূলধনী কোম্পানি (stock company)

যৌথ মূলধনী কোম্পানি বোঝাতে 'শারিকাহ মুসাহামা' (شركة مساهمة) পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। 'শারিকাহ মুসাহামা' এমন শারিকাহ্ যার মূলধন সমান অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশীদারের দায়বদ্ধতা তার মূলধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এতে শিরকাতুল ইনানের বিধান প্রযোজ্য হয়।

শারিকাহ মুসাহামা নিবন্ধনের মাধ্যমে আইনগত ব্যক্তিসত্তার (الشخصية الاعتبارية) সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে অংশীদারদের দায় (মালিকানায় অংশীদার) হতে প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র আর্থিক দায় সৃষ্টি হয় (AAOIFI 2015, 338)।

বর্তমানে কর্পোরেশনগুলোকে একক ব্যক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। কেননা, তা ক্রেতা-বিক্রেতা, বাদী-বিবাদী এবং ঋণদাতা-গ্রহীতা হতে পারে। একে আইনানুগ ব্যক্তি (legal person / juristic person) বলা হয়। অনেক সময় একে কাল্পনিক ব্যক্তিও (fictitious person) বলা হয়ে থাকে।

মুশারাকা ও শারিকাতুল মুসাহামার পার্থক্য

অংশীদারি কারবারকে আরবিতে বলা হয় 'মুশারাকা' আর লিমিটেড কোম্পানিকে বলা হয় 'শারিকাতুল মুসাহামা'। এ দুটির মধ্যে কতগুলো পার্থক্য রয়েছে:

- মুশারাকা বা অংশীদারি কারবারের প্রত্যেক অংশীদার কারবারের সকল সম্পদের যৌথ মালিক হয়। একইভাবে সকল দায়ের জন্যও প্রত্যেককে দায়ি হতে হয়। কিন্তু শারিকাতুল মুসাহামার ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনানুগ একব্যক্তি। এর ভিন্ন অস্তিত্ব আছে এবং অংশীদারগণের অস্তিত্বও ভিন্ন।
- মুশারাকা কারবারের আইনগত অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে কিন্তু কোম্পানির আইনগত অস্তিত্ব হয়, যাকে শাখসিয়্যাহ ই'তিবারিয়া বলা হয়।
- মুশারাকা কারবারের প্রত্যেক অংশীদার বাদী-বিবাদী হয়। কিন্তু কোম্পানি নিজেই আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে বাদী-বিবাদী হয়। আদালতে কোম্পানির মনোনীত প্রতিনিধি পরিচালক এই আইনানুগ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।
- মুশারাকা কারবারে অংশীদারদের দায় সীমিত নয়। কিন্তু কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারগণের দায় তার শেয়ার দ্বারা সীমিত।

ইসলামী শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে 'আইনানুগ ব্যক্তি'

ক্লাসিকাল ফিকহে 'আইনানুগ ব্যক্তি' পরিভাষার উল্লেখ নেই। কিন্তু আধুনিক ফকীহগণ আইনানুগ ব্যক্তির ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলামী আইন এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আব্দুল কাদির আওদা শক্তিশালী

যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেছেন যে, ইসলামী আইন তার শুরু থেকে আইনানুগ ব্যক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। ফকীহগণ বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও ওয়াকফকে আইনানুগ ব্যক্তির উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করেছেন। একইভাবে তারা বিদ্যালয়, এতিমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ করতে সক্ষম বলে এগুলোকে আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন (Al 'Awdah ND, 393)।

আধুনিক ফকীহগণের নিকট আইনানুগ ব্যক্তির ধারণাটি স্বীকৃত। তারা আইনানুগ ব্যক্তির জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকার কথা উল্লেখ করেছেন:

ক. আইনানুগ ব্যক্তি প্রকৃত ব্যক্তি থেকে স্বাধীনভাবে তার আইনি অবস্থা স্থায়ী করতে পারে

খ. এর আইনগত অধিকার আছে এবং সম্পত্তির মালিক হতে পারে

গ. এটি আইনি বাধ্যবাধকতার জন্য দায়ী এবং ধার নেওয়ার ক্ষমতা রাখে (Hassan 1983, 389-398)।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত

যাকাত নিসাব পরিমাণ সম্পদধারী মুসলিম ব্যক্তির ওপরই ফরয। তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে, ব্যক্তির ন্যায় কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ওপরও যাকাত বাধ্যতামূলক। কেননা, মানুষেরাই প্রতিষ্ঠান গঠন করে অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পিছনেই রয়েছে মানুষের ভূমিকা। কাজেই কোম্পানিকেও যাকাত দিতে হবে, যখন তা যাকাতদানের প্রয়োজনীয় শর্ত বিশেষ করে যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিকানা, নিসাব, বৎসর পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি পূরণ করে। এই অভিমতের পক্ষে আল-কুরআন থেকে দলিল পেশ করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো।' (Al Qur'ān, 2: 267)

এ আয়াতে উল্লেখিত উপার্জনের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এবং যে কোনো প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপার্জনকে বোঝানো হয়েছে। এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবেও হতে পারে আবার কোম্পানির মাধ্যমেও হতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও সমসাময়িক পণ্ডিতগণ ২৯ রজব ১৪০৪ হি. মোতাবেক ৩ এপ্রিল ১৯৮৪ কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামী ফিকহ কমিটির সেমিনারের সিদ্ধান্তে এবং পশ্চিম সুমাত্রার পাদাং পাঞ্জাং-এ ২০০৯ সালের তৃতীয় ইন্দোনেশিয়ান ফাতওয়া কমিশনের ইন্দোনেশিয়ান ওলামা কাউন্সিলের ফতওয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনি সত্তা হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠান যাকাতের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করলে তাকে হয় শাখসিয়্যাহ ই'তিবারিয়্যাহ হিসেবে অথবা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি (ওয়াকিল) হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে (Bafadhal 2020, 14-16)।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এখানে পুঁজির ব্যাপক সমাবেশ ঘটে থাকে। ব্যাংক পুঁজির প্রধান উৎস হলো শেয়ারহোল্ডারগণের পরিশোধিত মূলধন, আমানত ও ব্যাংকের সঞ্চিত মূলধন।

ব্যাংক ডিপোজিটের মালিক হলো তার জমাকারীরা। ব্যাংক এর ওপর যাকাত আদায় করে না। জমাকারীরা নিজ নিজ জমার ওপর ব্যক্তিগতভাবে যাকাত হিসাব করতে পারেন। শেয়াহোল্ডারগণ কর্তৃক নিজ নিজ শেয়ারের ওপর যাকাত প্রদানের বিষয়ে আধুনিক শরী'আহ স্কলারগণের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। প্রতিষ্ঠান পরিশোধিত মূলধনের যাকাত আদায় না করলেও শেয়ারহোল্ডারগণ নিজ উদ্যোগে তার শেয়ারের ওপর যাকাত আদায় করতে পারেন।

অন্য দিকে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড নামে একটা বিশেষ ফান্ড থাকে। কোনো সময় যদি ব্যাংকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহলে যেন সেখান থেকে পূরণ করা যায়। সেখানে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের একটা অংশ থাকে। কিন্তু কেউ ফান্ড থেকে নিজের অংশ নিতে পারে না এবং এর ওপর ব্যক্তিগতভাবে কোনো হস্তক্ষেপও করতে পারে না। অর্থাৎ, এ ফান্ড সম্পূণরূপে কোম্পানির একটি যৌথ সম্পত্তি। হানাফি মত অনুযায়ী প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার যাকাত হিসাবের সময় এ ফান্ডের টাকার হিসাব করতে হবে। কারণ তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার না থাকলেও সদস্যগণ যেহেতু স্বেচ্ছায় এ শর্ত গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে এ ধরনের শর্তের মাঝে রদবদল করাও সম্ভব। এ ছাড়াও কোম্পানি ভেঙ্গে গেলে এই ফান্ডসহ হিসাব করে সদস্যদের মূলধন বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক সদস্যের অংশের বাজারমূল্য নির্ধারণের সময় এই ফান্ডের জমা টাকাও হিসাবে আসে তাই যাকাত আদায় করার সময় রিজার্ভ ফান্ডের টাকাও নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এইসব সঞ্চিতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। তবে এটিকে যৌথসম্পত্তি ধরে যাকাত দিলে সে সমস্যা অনেকখানি কমে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে যে যাকাতযোগ্য সম্পদ রয়েছে তার ওপর শরী'আহ নির্দেশিত বিভিন্ন শর্ত পরিপালনসাপেক্ষে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু এই যাকাত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ব্যক্তিগতভাবে আদায় করবেন, নাকি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনগত সত্তা হিসেবে যাকাত আদায় করবে, নাকি এর মালিকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে যাকাত আদায় করবে–এ নিয়ে প্রধানত তিনটি অভিমত রয়েছে:

এক. আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত প্রদান

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনগত ব্যক্তি হিসেবে যাকাত প্রদান করবে।এ অভিমত অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান শাখসিয়্যাহ ই'তিবারিয়্যাহর প্রকৃতি গ্রহণ করে। কাজেই, একজন ব্যক্তি বা প্রকৃত ব্যক্তি প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ হলে যেমন যাকাত প্রদান করে তেমনিভাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও যাকাত প্রদান

করবে। এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা বিবেচনা করা হবে না (Shaḥḥātah 1970, 92)।

কোম্পানি কর্তৃক যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে 'খুলতা' সম্পর্কিত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

যাকাত-এর (পরিমাণ কম-বেশি করার) আশঙ্কায় পৃথক (প্রাণী)-গুলোকে একত্র করা যাবে না এবং একত্রগুলো পৃথক করা যাবে না (Al Bukhārī 2015, 1450)।

আরো বর্ণিত হয়েছে,

وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশুগুলোকে (পালের বকরিকে) একত্র করা যাবে না। আর (যাকাত না দেওয়ার বা কম দেয়ার উদ্দেশে) একত্র দলকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। পশুপালের শরিকদের মধ্যে হলে ন্যায্যভাবে যাকাত আদায়ের হিসাব আপসে মিল করে নেবে (Al Bukhārī 2015, 1451)।

উক্ত হাদীসদ্বয়ের ভিত্তিতে কোম্পানিকে খুলতা বা মিশ্রিত সম্পদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেসব ব্যক্তি একটি কোম্পানি গঠন করে তারা একে অপরের থেকে আলাদা না থেকে একক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যখনই কোম্পানি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিসেবা সংস্থা, ল' ফার্ম, হোটেল, সালিস, চিকিৎসা, বিনোদন, গবেষণা যা-ই হোক না কেনো, তাকে যাকাত দিতে হবে।

সাধারণত 'মুকাল্লাফ বিয্ যাকাত' বা যাকাতের হুকুম যার ওপর প্রযোজ্য এমন ব্যক্তির সম্পদের 'যাকাত আদায় করা ওয়াজিব'। অনুরূপভাবে ক্ষেত্রবিশেষে 'গায়রে মুকাল্লাফ বিয যাকাত' বা যাকাতের হুকুম যার ওপর প্রযোজ্য নয় এমন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কোম্পানির নিজস্ব তহবিলের ওপর আইনগত সত্তা হিসেবে শরী'আহ মোতাবেক অলি বা অভিভাবকরূপে প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক। কুয়েতে অনুষ্ঠিত প্রথম যাকাত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিমিটেড কোম্পানিগুলো শর্তসাপেক্ষে কৃত্রিম ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে এবং যথানিয়মে যাকাত প্রদান করবে। উক্ত সিদ্ধান্ত বা ফতোয়ার ভাষ্য নিম্নরূপ:

تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا و ذلك في كل من الحالات الآتية:

أولا :صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها

ثانيا :أن يتضمن النظام الأساسي ذلك

ثالثا : صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك

رابعا : رضا المساهمين شخصيا

কোম্পানির (শেয়ার দ্বারা) যাকাত প্রদানের দায়িত্ব কোম্পানির ওপরই আরোপ করা হয় এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে, এই ধরনের কোম্পানি নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে আইনি সত্তার অধিকারী:

ক. যাকাত প্রদানের জন্য বাধ্যতামূলক আইনগত বিধান থাকলে।

খ. প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে (মেমোরেন্ডাম ও আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশন) যাকাত প্রদানের আইনগত কোনো ধারার উল্লেখ থাকলে।

গ. বার্ষিক সাধারণ সভায় এ মর্মে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে।

ঘ. শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে সম্মতি দিলে। (Siddiqi 1984, 165)

এছাড়াও, সম্মেলনে আরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন কোম্পানি সরাসরি যাকাত প্রদান করে না, তখন কোম্পানি যে যাকাত প্রদান করতে বাধ্য তা আর্থিক বিবরণীতে ঘোষণা করা। কোম্পানির প্রতিটি শেয়ার থেকে কত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তাও উল্লেখ করতে হবে।

আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত প্রদানেরপক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয় তা নিম্নরূপ:

- একটি কোম্পানি আহলিয়্যাহ আল-আদা (কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা) এবং আহলিয়্যাহ আল-উজুব (অধিকার অর্জনের ক্ষমতা) উভয় আইনি সত্তার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এটিকে শেয়ারহোল্ডারদের থেকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই প্রতিষ্ঠান একজন ব্যক্তির মতোই নিজের সম্পদের ওপর যাকাত আদায় করবে।
- প্রতিষ্ঠানের সম্পদ মিশ্রিত সম্পদ (খুলতা)-এর অনুরূপ। কাজেই প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ওপর যাকাত আদায়ের মূলনীতি হাদিসে বর্ণিত খুলতাহ নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর কোনো কোনো মাযহাব মনে করে যে, খুলতার ধারণাটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা উচিত।

দুই. মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক যাকাত প্রদান

এই অভিমত অনুযায়ী কোম্পানি যদিও শাখসিয়্যাহ ই'তিবারিয়্যাহর প্রকৃতি গ্রহণ করে, কিন্তু যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা মূলত কোম্পানির মালিকদের ওপরই বর্তায়। তবে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে যাকাত আদায় করতে পারে। এখানে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। একইভাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান জমাকারীগণের প্রতিনিধি হিসেবেও তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করতে পারবে, যদি জমাকারীগণ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

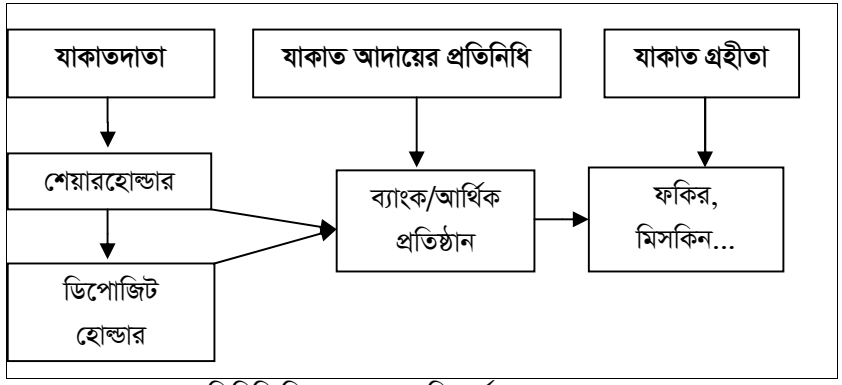

প্রতিনিধি হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক যাকাত প্রদান

মাজমা' আল-ফিকহ আল-ইসলামীর রেজুলেশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান করবে:

تجب زكاة الأسهم على أصحابها, و تخرجها نيابة عنهم

'শেয়ারহোল্ডারদের ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা তাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের অর্থ প্রদান করবে'(Ibn 'Afānah 2007, 57-58)।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত প্রদানের ব্যাপারে অ্যাওফি স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ রয়েছে:
নিম্নোক্ত অবস্থায় কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে যাকাত প্রদান করতে হবে:

ক. যাকাত প্রদান করতে বাধ্যতামূলক কোনো আইন জারি করা হলে;

খ. আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন বা উপবিধিতে যাকাত প্রদানের জন্য বাধ্যবাধকতামূলক শর্ত থাকলে;

গ. সাধারণ সভায় যাকাত প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে (AAOIFI 2023, 909)।

উক্ত স্ট্যান্ডার্ডে আরো উল্লেখ রয়েছে, উপরে বর্ণিত শর্তাবলির কোনোটি না পাওয়া গেলে, যাকাত প্রদানের দায়িত্ব শেয়ারহোল্ডার এবং বিনিয়োগ হিসাবধারীদের ওপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে অবশ্যই শেয়ারপ্রতি পরিশোধযোগ্য যাকাতের পরিমাণ বা বিনিয়োগ হিসাবের স্থিতির পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমির রেজুলেশনে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানকে যাকাত প্রদানের বিষয়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্তটির ভাষ্য নিম্নরূপ:

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي:

أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث :نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها :أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثًا: إذا لم تُزَكّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، ...

رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته .أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.

কোম্পানির শেয়ারের ওপর যাকাত প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে প্রস্তুতকৃত গবেষণাপত্রগুলো মনোযোগসহকারে মূল্যায়ন করে অ্যাকাডেমি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে:

প্রথমত: কোম্পানির শেয়ারের ওপর যাকাত প্রদান শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য বাধ্যতামূলক, কোম্পানিকে অবশ্যই তাদের পক্ষ থেকে যাকাত দিতে হবে যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলোর মধ্যে কোনো একটি পূরণ করা হয়:

ক. যদি এর উপবিধিতে উল্লেখ থাকে;

খ. কোম্পানির সাধারণ সভায় এ ব্যাপারে সম্মত হয়;

গ. যদি রাষ্ট্রীয় আইনে কোম্পানিকে যাকাত দিতে বলা হয়;

ঘ. অথবা যদি শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানিকে তাদের পক্ষে যাকাত প্রদানের অনুমোদন দেন।

দ্বিতীয়ত: কোম্পানিকে অবশ্যই তার শেয়ারের ওপর যাকাত দিতে হবে যেভাবে ব্যক্তি তার সম্পদের ওপর যাকাত দেয়। অর্থাৎ কোম্পানি সকল শেয়ারমালিকের অর্থকে একজনমাত্র ব্যক্তির মালিকাধীন অর্থ বলে গণ্য করবে। যাকাত প্রদানের নিয়মাবলিকে বিবেচনায় ধরে যাকাত অনুরূপভাবে পরিশোধ করবে। যেমন, নির্ধারিত নিসাবের পরিমাণ, প্রদেয় অর্থের পরিমাণ,তহবিলের ধরন এবং যাকাত সম্পর্কিত অন্যান্য শর্ত। মিশ্র সম্পদের (الخلطة) যাকাত প্রদানের নীতিকে অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে (অনুসরণ করতে) সাধারণ নীতি হিসেবে কিছুসংখ্যক ফকিহ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তবে সরকারি শেয়ার, ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, দাতব্য কর্তৃপক্ষের শেয়ার এবং অমুসলিমদের মালিকানাধীন শেয়ারের ওপর যাকাত প্রদান করবে না।

তৃতীয়ত: কোনো কারণে কোম্পানি যাকাত না দিলে শেয়ার মালিকগণের ওপর তার নিজ নিজ শেয়ারের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

চতুর্থত: কোনো শেয়ারমালিক বছরের মধ্যবর্তী সময়ে তার শেয়ার বিক্রি করে দিলে তিনি ওই বিক্রয়মূল্য তার অন্যান্য অর্থের সাথে যোগ করবেন এবং বৎসরান্তে উভয়ের ওপর যাকাত প্রদান করবেন। ক্রেতাও তার শেয়ারের ওপর পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে যাকাত প্রদান করবেন। (Ibn 'Afānah 2007, 57-59)।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যাকাত প্রদান শেয়ারহোল্ডারদের একটি ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা, কিন্তু নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এই বাধ্যবাধকতা কোম্পানিকে অর্পণ করা যেতে পারে। তাই কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে যাকাত দিতে পারে।

তিন. সরাসরি শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক যাকাত প্রদান

যাকাত ফরয হওয়া না হওয়া ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত, সমিতি ও কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত নয়। কারণ যাকাত একটি ইবাদত, যা ফরয হওয়ার জন্য 'মুকাল্লাফ' (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি) হওয়া শর্ত। যা একজন ব্যক্তির মাঝেই পাওয়া সম্ভব। কোনো সমিতি বা কোম্পানি মুকাল্লাফ নয়। তাই তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। এ ছাড়া যাকাত ফরয হতে হলে মালের মালিক হতে হয় আর সমিতি বা কোম্পানি মালের মালিক নয়। বরং সমিতির সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক সদস্যগণ, তাই যাকাত ফরয হলে সদস্যদের ওপর হবে, সমিতির ওপর নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে যাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতায় শাখসিয়্যাহ ই'তিবারিয়্যাহ ধারণাকে গ্রহণ করে না। প্রত্যেক মালিক তার নিজের নেসাব ও হাওল বা বৎসর পূর্ণ হলে যাকাত দেবে।

এ অভিমতের পক্ষে যুক্তি হলো, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নেসাবের মালিক হতে হবে। অথচ সমিতি ও কোম্পানিতে বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য থাকে। কারো অংশ বেশি থাকে কারো কম। তাই অনেক সদস্য এমনও থাকে যারা নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় না। এমতাবস্থায় কোম্পানি সবার মালের ওপর গড়ে যাকাত আদায় করলে এমন ব্যক্তির মাল থেকেও যাকাত আদায় করা হবে যার ওপর যাকাত ফরযই হয়নি। এ পর্যায়ে তার সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায়ের মূলনীতির পরিপন্থি হবে।

হানাফি ও মালিকি মাযহাবের দৃষ্টিতেও যৌথ সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হয় না। ইমাম তাহাবি রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন:

الخليطان في المواشي كغير الخليطين، يعتبر ملك كل واحد منهما على حياله، ولا يعتد بالشركة

'গবাদিপশুর দুই অংশীদার ভিন্ন দুজনের ন্যায়। এখানে প্রত্যেকের সম্পদ আলাদাভাবে হিসাব করা হবে। যাকাতের নিসাবের ক্ষেত্রে অংশীদারির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই' (Al Jaṣṣāṣ 2010, 2/251)

ইমাম ইবন রুশদ রহ. বলেন,

فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب. وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد .وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد، وهو الأظهر - والله أعلم.والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه

'ইমাম মালেক ও আবু হানিফা রহ.-এর মতে যৌথসম্পদে প্রত্যেক অংশীদার ভিন্ন ভিন্নভাবে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে তাদের ওপর যাকাত আবশ্যক হবে না। আর শাফেয়ী রহ.-এর নিকট যৌথ সম্পদের হুকুম এক ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় (অর্থাৎ যৌথ সম্পদ নেসাবপরিমাণ হলে যাকাত আবশ্যক হবে)। তাদের ইখতিলাফের মূল ভিত্তি হলো– আল্লাহর রাসুল ﷺ এর বাণী, 'সোনার পরিমাণ পাঁচ উকিয়ার কম হলে সদকা নেই।' এ বাণী থেকে নির্গত হুকুম তথা নেসাবের নির্ধারিত পরিমাণটি যেমন এক মালিকের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, একাধিক মালিকের সম্পদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে নেসাব শর্ত করার যেহেতু দয়া ও অনুগ্রহের ওপর, তাই উল্লিখিত হাদিসে যাকাত নির্ধারিত পরিমাণ এক মালিকের জন্য হওয়াই অধিক স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত। আর শাফেয়ী রহ. যৌথ সম্পদকে 'খুলতা' অর্থাৎ মিশ্রিত সম্পদের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ যাকাতের ক্ষেত্রে খুলতার প্রভাব একটি মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়' (Ibn Rushd 1995, 509-510)।

কাজেই উক্ত হানাফি মত অনুযায়ী সমিতি বা কোম্পানির যৌথ সম্পদের ওপর যাকাত ফরয না হলেও কোনো সদস্যের যদি সমিতি বা কোম্পানিতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে কিংবা সমিতি বা কোম্পানিতে জমাকৃত মালকে তার অন্যান্য সম্পদের সাথে হিসাব করলে নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে। তবে যাকাতের ক্ষেত্রে কোম্পানিতে জমাকৃত সম্পদের হিসাব অন্য যে কোনো ব্যবসায়িক সম্পদের মতোই হবে। অর্থাৎ সমিতি ও কোম্পানি পরিচালনার জন্য যে সকল আসবাবপত্র প্রয়োজন হয় যেমন, কম্পিউটার, মেশিন, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি এগুলো নেসাবের হিসাবে আসবে না। কারণ ব্যবসার মাধ্যম ও যন্ত্রপাতি যাকাতের মালের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইসলামী শরী'আহ্‌র অগ্রাধিকার নীতি

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। আবার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। এসব ভিন্নমত ও প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে একটি অগ্রাধিকার নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে। আর এই অগ্রাধিকার নীতিটি হতে পারে যাকাতের

মাকাসিদের ওপর ভিত্তি করে। আর তা হলো যাকাত প্রদানকারীর ওপর জুলুম না করা অর্থাৎ তার নিকট থেকে বেশি যাকাত আদায় না করা এবং অন্যদিকে যাকাতের প্রাপকদের কল্যাণ সাধন করা। অর্থাৎ যেভাবে যাকাত আদায় করা হলে যাকাত আদায়কারী এবং প্রাপক উভয়ের কল্যাণ সর্বাধিক হয়।

প্রকৃত ব্যক্তির মতো আইনানুগ সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করা হলে একটি মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় যে, প্রতিষ্ঠানের ওপর যাকাতের মতো বাধ্যতামূলক বিধান আরোপ করা যায় কি না? অন্যদিকে খুলতা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই অভিমত অনুসারে সম্পদের প্রকৃত মালিক অংশীদারগণ, প্রতিষ্ঠান নয়। কাজেই সম্পদের মালিক যদি হয় শেয়ারহোল্ডারগণ তাহলে প্রতিষ্ঠান কার সম্পদের যাকাত আদায় করছে? কিন্তু দ্বিতীয় অভিমত অর্থাৎ মালিকদের পক্ষে প্রতিষ্ঠান আইনানুগ সত্তা হিসেবে যাকাত প্রদান করলে প্রথম অভিমতের বিপক্ষে যেসব যুক্তি দাঁড় করানো হয় তা সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায়ের অভিমতটি প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে যাকাত আদায়ের অভিমতের ওপর প্রাধান্য পেতে পারে এই অর্থে যে, এককভাবে যাকাত আদায়ের চেয়ে সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায় করলে যাকাতের প্রাপকেরা বেশি উপকৃত হয়।

তৃতীয় অভিমত অনুসারে কোম্পানির শেয়ারের ওপর শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে যাকাত হিসাব করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন। যেমন কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন রিজার্ভের বিপরীতে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। কেননা, কোম্পানির যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় কোম্পানির সার্বিক অবস্থার ওপর। অর্থাৎ কোম্পানির মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে মোট দায় বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। ফলে এটি কোম্পানির সার্বিক অবস্থার চিত্র। এখানে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের জন্য আলাদা আলাদা নেসাব ধরে যাকাত বের করা হয় না। কিন্তু খুলতা বা মিশ্রিত সম্পদের ওপর আইনানুগ সত্তা হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক যাকাত হিসাব করা হলে এ সমস্যা থাকে না।

কাজেই যাকাতের মাকাসিদসহ সকল বিবেচনায় আইনানুগ সত্তা হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে কোম্পানি কর্তৃক যাকাত ব্যবস্থাপনাই উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়।

ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড মালিক বা শেয়ারহোল্ডারগণের একটি যৌথ সম্পত্তি। প্রতি বৎসর ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করে তার পুরোটা মালিকগণের মধ্যে বণ্টন না করে ভবিষ্যত বিপদ-দুর্বিপাক মোকাবেলার জন্য এ মুনাফার একটি অংশ দিয়ে এই ফান্ড গড়ে তোলা হয়। এইভাবে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডে বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত থাকে।

কোনো কারণে ব্যাংক ব্যবসা বন্ধ হলে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন কেবল তখনই উক্ত অর্থ মালিকগণের মধ্যে স্ব স্ব অংশ মোতাবেক বণ্টন করা হয়, অন্যথায় নয়। অথবা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে, রিজার্ভ ফান্ডে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়েছে এবং এই অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ মালিকগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেই কেবল উক্ত অর্থ তাদের করায়ত্ত হতে পারে। এই ফান্ডের ওপর যাকাত আরোপ করার ক্ষেত্রে কতগুলো বাধা রয়েছে। যেমন ব্যাংকের অংশীদারগণের মধ্যে যাকাতের দায় মুসলিম অথবা অমুসলিম ব্যক্তির থাকতে পারে। রিজার্ভ ফান্ড হতে উক্ত শ্রেণির লোকের অংশ হিসাব করে যাকাতের বাইরে রেখে অতঃপর অবশিষ্টদের অংশের যাকাত কর্তন করা যায় হানাফি মত অনুযায়ী। যাকাতের ক্ষেত্রে ফকীহগণ একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখেছেন। আর তা হলো : যাকাতের হিসাব এমনভাবে করা উচিত যাতে যাকাতের প্রাপকগণ বেশি লাভবান হতে পারে। এই দিকটি বিবেচনা করে রিজার্ভ ফান্ড বা অনুরূপ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মত অনুসরণ করা যেতে পারে। তার মতে যৌথ সম্পত্তিতে যাকাত ধার্য হবে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে এবং পাকিস্তানের ইসলামী ব্যাংকগুলো ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মত অনুসরণ করে ব্যাংকের যাবতীয় রিজার্ভ ফান্ডের ওপর যাকাত ধার্য করে থাকে। পাকিস্তানের যাকাত অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, এই অবস্থায় যার ওপর যাকাত ফরয নয়, তার কর্তিত অংশ ঐচ্ছিক দান হিসেবে গণ্য হবে। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা হবে যে, কেবল দেশের সরকারই জনগণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে, এমনকি জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে পারে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এই কর্তৃত্ব নেই (Bidhibaddah Islami Ain 2008, 1/ 512-513)।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে যাকাত আদায়ের কল্যাণ

রাষ্ট্র বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনা হলে তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত বিতরণের চেয়ে অধিক কল্যাণকর হয়ে থাকে:

- যাকাত বাধ্যতামূলক জেনেও অনেকে অবহেলা কিংবা অজ্ঞতার কারণে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে। আবার দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক ভালোবাসার কারণে বিবেক অসুস্থ হয়ে যায় বলে অনেকে দরিদ্রদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু রাষ্ট্র বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে যাকাত আদায় করা হলে যাকাত না দেওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।
- গরিব সরাসরি ধনীর নিকট থেকে যাকাত নিলে তাকে ঐ ধনীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। কিন্তু গরিব সরাসরি ধনী ব্যক্তির নিকট না চেয়ে সরকার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট চাইলে তাতে গরিবের ব্যক্তিত্ব ও সম্মান উভয়-ই রক্ষা হয় এবং হাতপাতার লজ্জা থেকে সে বাঁচতে পারে।
- যাকাতের বিষয়টি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছেড়ে দেয়া হলে এর বিলি-বণ্টন হয় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। ফলে হতে পারে একই ব্যক্তিকে একাধিক ধনী ব্যক্তি যাকাত

প্রদান করছে অথচ অন্য কোন দরিদ্র কিছুই পাচ্ছে না। হতে পারে বঞ্চিত ব্যক্তিটিই সবার চেয়ে বেশি দরিদ্র। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত বিতরণ করা হলে এই সমস্যা দূর করা অনেকটা সম্ভব হয়।

- সঠিক পরিসংখ্যান ও তথ্যের অভাবে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বিতরণের সকল খাতের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সামষ্টিক পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থাপনা হলে যাকাতের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায় করা হলে আদায়কৃত যাকাতের পরিমাণ বেশি হয় ফলে তা বৃহত্তর পরিসরে যাকাতের হকদারদের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত হিসাবায়ন পদ্ধতি

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অ্যাওফি (AAOIFI) দুটি পদ্ধতির কথা বলেছে। নিট সম্পদ পদ্ধতি এবং নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতি। দুটি পদ্ধতিতে মূল্যায়নের নীতি ভিন্ন। তবে উভয় নীতির পার্থক্য বিবেচনায় নেয়া হলে ফলাফল একই হবে। এ ছাড়া অ্যাওফি স্ট্যান্ডার্ডের বাইরে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধু আইনগত সত্তা হিসেবে ব্যাংকের বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, শেয়ার প্রিমিয়াম, অন্যান্য সঞ্চিতি, রিটেইনড আর্নিং ইত্যাদির ওপর যাকাত আদায় করে থাকে। পরিশোধিত মূলধনের ওপর ব্যাংক যাকাত আদায় করে না। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরিশোধিত মূলধনের যাকাত আদায়ের বিষয়টি শেয়ারহোল্ডারগণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত হিসাবায়নের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। নিচে সবিস্তারে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম পদ্ধতিঃ নিট সম্পদ পদ্ধতি (Net Assets Method)

নিট সম্পদ পদ্ধতি অনুসারে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্সশিট থেকে যাকাত ভিত্তি নির্ণয় করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় নগদ অর্থ, নিট পাওনা, ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুতকৃত সম্পদ (যেমন পণ্য, আর্থিক দলিল এবং রিয়েল অ্যাস্টেট) এবং নিট বিনিয়োগকে (প্রভিশন বাদ দিয়ে মুরাবাহা, মুদারাবা, মুশারাকা, সালাম, ইসতিসনা বিনিয়োগ) যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদকে বাদ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে পরিশোধযোগ্য দায়, আর্থিক বছরের দায়ের মোট কিস্তি, যা পরবর্তী আর্থিক হিসাবের মেয়াদকালে পরিশোধ করতে হবে, সকল প্রকার ডিপোজিট, মাইনোরিটি অধিকার, সরকারের অধিকার, ওয়াকফ দায়, দাতব্য দায়, অলাভজনক সংস্থার দায় ইত্যাদি বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তি নির্ণয় করা হয়। তবে পরিশোধিত মূলধন ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটিকে দায় হিসেবে গণ্য করে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হয় না।

নিট সম্পদ পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
ব্যাংকের সম্পদ	**টাকা**	**টাকা** (যাকাতযোগ্য)
নগদ অর্থ	১,০০,০০০	১,০০,০০০
অন্য ব্যাংকে জমা	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বাই মুরাবাহা (বাদ- প্রভিশন-যদি থাকে)	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
বাই মুয়াজ্জাল (বাদ- প্রভিশন-যদি থাকে)	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
মুশারাকা (বাদ- প্রভিশন ও স্থায়ী সম্পদ, যদি থাকে)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ইস্তিসনা ও সালাম (বাদ- প্রভিশন-যদি থাকে)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিপণনযোগ্য সিকিউরিটিজ (বাজার মূল্য)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিক্রির জন্য রিয়েল অ্যাস্টেট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিক্রিযোগ্য অন্যান্য বিনিয়োগ	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ	২,০০,০০০	০০০
নিট স্থায়ী সম্পদ	২,০০,০০০	০০০
মোট সম্পদ	**১৮,০০,০০০**	**১৪,০০,০০০**
ব্যাংকের দায়	**টাকা**	**টাকা** (বিকলনযোগ্য)
আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
প্রদেয় বিল	১,০০,০০০	১,০০,০০০
অন্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ	১,০০,০০০	১,০০,০০০
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন	৪,০০,০০০	০০০
রিজার্ভ (Reserves)	১,০০,০০০	০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ	৫০,০০০	০০০
রিটেইনড আর্নিং	৫০,০০০	০০০
মোট দায়	**১৮,০০,০০০**	**১২,০০,০০০**
যাকাত ভিত্তি(যাকাতযোগ্য সম্পদ-বাদযোগ্য দায়)		**২,০০,০০০**
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% =৫,১৫৪

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতি (Net Invested Funds Method)

নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতিতে পরিশোধিত মূলধন, রিজার্ভ, অবণ্টিত মুনাফা, দীর্ঘ মেয়াদী দায় (long term liabilities) থেকে নিট স্থায়ী সম্পদ এবং এমন বিনিয়োগ

যা ব্যবসায়ের জন্য নয় (যেমন, ইজারার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পদ), স্থানান্তরিত লোকসান ইত্যাদি বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তি নির্ণয় করা হয়।

নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
সম্পদ	**টাকা**	**টাকা** (যাকাতযোগ্য)
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
রিজার্ভ (Reserves)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ	৫০,০০০	৫০,০০০
রিটেইনড আর্নিং	৫০,০০০	৫০,০০০
মোট: যাকাতযোগ সম্পদ	**৬,০০,০০০**	**৬,০০,০০০**
বাদ :	**টাকা**	**টাকা** (বিকলনযোগ্য)
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ	২,০০,০০০	২,০০,০০০
নিট স্থায়ী সম্পদ	২,০০,০০০	২,০০,০০০
মোট:	**৪,০০,০০০**	**৪,০০,০০০**
যাকাত ভিত্তি		**২,০০,০০০**
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% =৫,১৫৪

তৃতীয় পদ্ধতি: নিট ইক্যুইটি পদ্ধতি (Net Equity Based Method)

নিট ইক্যুইটি ভিত্তিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, অন্যান্য সঞ্চিতি, শেয়ার প্রিমিয়াম, অবণ্টিত মুনাফা, নিট আয় ইত্যাদিকে যাকাত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে পরিশোধিত মূলধনের ওপর ব্যাংক যাকাত দেয় না। পরিশোধিত মূলধনে যাকাতের দায়িত্ব শেয়ারহোল্ডারগণের।

নিট বিনিয়োগ সম্পদ পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
সম্পদ	**টাকা**	**টাকা** (যাকাতযোগ্য)
রিজার্ভ (Reserves)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ	৫০,০০০	৫০,০০০
রিটেইনড আর্নিং	৫০,০০০	৫০,০০০
মোট: মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	**২,০০,০০০**	**২,০০,০০০**
বাদ :	**টাকা**	**টাকা** (বিকলনযোগ্য)
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ	২,০০,০০০	০০০
নিট স্থায়ী সম্পদ	২,০০,০০০	০০০
মোট:		০০০
যাকাত ভিত্তি	**২,০০,০০০**	**২,০০,০০০**
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% ==৫,১৫৪

নিট ইক্যুইটি ভিত্তিক পদ্ধতি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অনুশীলন করে থাকে। ব্যাংকের শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি নিম্নোক্ত তহবিল ও মুনাফার ওপর যাকাত প্রদানের সিদ্ধান্ত দিয়েছে :

ক. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Statutory Reserve)।

খ. শেয়ার প্রিমিয়াম (Share Premium)।

গ. সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve)।

শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের শেয়ারের মূল্য ও লভ্যাংশের ওপর যাকাত দিতে হবে। উক্ত যাকাতের টাকা ব্যাংকের সাদাকাহ তহবিলে দান করার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে আবেদন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে জমাকারীগণের কাছেও আবেদন করা যেতে পারে (Abdus Samad, Shamsul Huda, Shamsudduha 2017, 131)

এ পদ্ধতিতে আনুপাতিক হারে নিট স্থায়ী সম্পদ, ইজারার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পদ ইত্যাদি বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। তবে এটা করাই ন্যায়সঙ্গত। নিট ইক্যুইটি তহবিল পদ্ধতি ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার এবং ব্যাংকের জন্য যাকাত প্রদানের পৃথক অনুপাত নির্ধারণ করা যায়।

নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
সম্পদ	**টাকা**	**টাকা**
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
রিজার্ভ	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ	৫০,০০০	৫০,০০০
রিটেইনড আর্নিং	৫০,০০০	৫০,০০০
মোট: যাকাতযোগ সম্পদ	**৬,০০,০০০**	**৬,০০,০০০**
বাদ :		
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ	২,০০,০০০	২,০০,০০০
নিট স্থায়ী সম্পদ	২,০০,০০০	২,০০,০০০
মোট:	**৪,০০,০০০**	**৪,০০,০০০**
যাকাত ভিত্তি		**২,০০,০০০**
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% =৫,১৫৪
পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে যাকাতযোগ্য সম্পদ	(২,০০,০০০÷৬,০০,০০০)×৪,০০,০০০= ১,৩৩,৩৩৩	
শেয়ারপ্রতি যাকাতযোগ্য সম্পদ (শেয়ার সংখ্যা-৪০,০০০টি, ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	১,৩৩,৩৩৩÷৪০,০০০=৩.৩৩ টাকা	
ব্যাংকের রিজার্ভসমূহের মধ্যে যাকাতযোগ্য সম্পদ	(২,০০,০০০÷৬,০০,০০০)×২,০০,০০০= ৬৬,৬৬৭	
রিজার্ভের ওপর যাকাত	৬৬,৬৬৭×২.৫৭৭%=১,৭১৮ টাকা	

এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাংক তার বিভিন্ন রিজার্ভের ওপর ১৭১৮ টাকা যাকাত প্রদান করবে এবং শেয়ারহোল্ডাগণের জন্য শেয়ারপ্রতি পরিশোধযোগ্য সম্পদের পরিমাণ হবে ৩.৩৩ টাকা ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত আদায়ে কতিপয় ইস্যু

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু রয়েছে। যেমন অমুসলিম শেয়ারহোল্ডারদের ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক কিনা, প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নেসাব নির্ধারণ করতে হবে কিনা, শেয়ারহোল্ডারদের পৃথক পৃথক বৎসর পূর্ণ হওয়া জরুরি কিনা কিংবা যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিয়ত করতে হবে কিনা? এসব ইস্যুর দালিলিক ভিত্তি ও সঠিক ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।

অমুসলিম শেয়ারহোল্ডাদের ওপর যাকাত

মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, কোনো অমুসলিমের ওপর যাকাত ফরয হয় না। কেননা এটা ইসলামের একটি প্রধান স্তম্ভ। যারা মুসলিম নয় তাদের ওপর যাকাত ফরয নয়। কিন্তু আধুনিক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার যেমন মুসলিম রয়েছে তেমনি অমুসলিমও রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সম্পদের ওপর যাকাত আদায় করা হবে কি না তাতে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। আন্তর্জাতিক ফিকহ অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্ত এবং মালয়েশিয়ার যাকাত আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অমুলিমদের শেয়ার বাদ দিতে হবে। তবে এর বিকল্প অভিমতও রয়েছে। কোম্পানি যদি সরাসরি ইসলামী নীতি-আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়–যেমন ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ফাইন্যান্স, তাকাফুল ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অংশ বাদ দিতে হবে কি না?

অধিকাংশ আলেমের মতে, যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অংশ বাদ দিতে হবে। তবে কিছু সংখ্যক আলেম, 'খুলতা' নীতির ক্ষেত্রে অমুসলিমদের মালিকানাকে পৃথক করা হবে না মর্মে অভিমত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোম্পানির অংশীদারগণের কার কি ধর্ম তা বিবেচনায় নেওয়া হবে না। এ অভিমত গ্রহণ করা হলে অমুসলিম শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স ও তাকাফুলের মতো ইসলামী ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে। তবে শর্ত হলো কোম্পানির উপবিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, কোম্পানির ওপর যাকাত আদায় করা হবে এবং এ বিষয়ে অমুসলিম বিনিয়োগকারীদের সম্মতি নিতে হবে। তারা এই শর্তে রাযি হলে সকল শেয়ারহোল্ডার থেকে যাকাত আদায় করা যাবে। অথবা রাষ্ট্রীয় আইনে কোম্পানিকে তার সমস্ত শেয়ারহোল্ডারের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। যেমন, রাষ্ট্র যদি নির্দেশ দেয় যেসব কোম্পানি সরাসরি ইসলামের সাথে সম্পর্কিত, তাদের পুরো যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম শেয়ারহোল্ডারদের অংশ যাকাত এবং অমুসলিমদের অংশ দান বা কর হিসেবে গণ্য হতে পারে। যদিও এই

অভিমত সমর্থন করার পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, তবে উমর রা. এর এই অনুশীলনটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ইতিহাসবিদ, হাদীসবিশারদ ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বনু তাগলিব খৃস্টান গোত্রের সাথে উমর রা. এর যে নীতির কথা বর্ণনা করেছেন তার আলোকে বাস্তবতা ও সাধারণ কল্যাণের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে, অমুসলিমদের শেয়ারের বিপরীতে যে অর্থ গ্রহণ করা হবে তার উপযুক্ত নাম কী হবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে, আর্থিক প্রতিবেদনে সামঞ্জস্যের উদ্দেশ্যে এবং কর্পোরেটকে একটি আইনি সত্তার প্রভাব দেওয়ার জন্য, পুরো পরিমাণকে যাকাত হিসেবে নাম দিতে এবং যাকাত প্রাপকদের কাছে প্রেরণ করতে কোনো সমস্যা হবে না। আবার বনি তাগলিবের ঘটনার সাথে সাদৃশ্য তৈরি করা যেতে পারে। উমর রা. তাগলিব গোত্রের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন নু'মান ইবনে জুরয়া বললেন: 'হে আমিরুল মু'মিনিন। বনু তাগলিব একটা আরব গোত্র। ওরা জিযিয়াকে হেয় মনে করে। স্বর্ণ-রৌপ্য বলতেও এদের মালিকানায় কিছু নেই। এরা কৃষিকাজ ও পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল। শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের শৌর্য সুপ্রসিদ্ধ। এ জন্যে আপনার শত্রুদেরকে তাদের মাধ্যমে সাহায্য করবেন না।' তখন হযরত উমর রা. যাকাত খাতে দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দেয়ার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করলেন। কোনো কোনো হাদিসের বর্ণনানুযায়ী উমর রা. বললেন, 'তোমরা তার নাম যা ইচ্ছা রাখতে পারো।'বায়হাকি উবাদা ইবনে নু'মান থেকে এক দীর্ঘ হাদিসে এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন: উমর রা. যখন বনু তাগলিবের সাথে দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদানের শর্তে সন্ধি করলেন, তখন তারা বলল, 'আমরা তো আরব, অনারবরা যা দেয় আমরা তা দেব না। বরং আমাদের কাছ থেকে সেভাবে গ্রহণ করুন যেভাবে পরস্পর থেকে লোকেরা নিয়ে থাকে। উমর রা. বললেন, 'না, এটা তো মুসলমানদের অংশ।' তারা বলল, 'তা হলে আপনি যতটা ইচ্ছা বাড়িয়ে দিন, কিন্তু জিযিয়া'র নামে নয়।' উমর রা. তাই করলেন। তখন উভয় পক্ষই মুসলমানদের দেয় পরিমাণের দ্বিগুণ দেয়ার শর্তে রাযি হয়ে গেল। কোনো কোনো বর্ণনামতে উমর রা. বলেছিলেন: 'নাম তোমরা যা-ই দাও না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না' (Al Qarḍāwī 2013, 1/114)।

হান্নান আব্দুর রহমান আবু মুখ বলেছেন:

> على أن للشركة التي تريد أن تزكي أموالها أن تضع ضمن شروط عقد المساهمة معها أنها تأخذ مقدار الزكاة من جميع أموال المساهمين في الشركة ، و عندئذ إذا وافق ا لمساهم غير المسلمين على هذاالشرط فلا حرج أن تؤخذ من المساهمين غير المسلمين و لاحرج أن تصرف في مصارف الزكاة ، وإن لم تسم الزكاة بالنسبة له مشرعا
>
> যে কোম্পানি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যাকাত দিতে চায়, তাদের অবশ্যই তার আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশনে শর্ত দেওয়া উচিত যে, এটি সমস্ত শেয়ারহোল্ডারের মালিকানা থেকে যাকাত প্রদান করবে। যদি শর্ত করা হয়ে থাকে এবং অমুসলিম

> শেয়ারহোল্ডাররা এই শর্তে সম্মত হন, তাহলে অমুসলিমদের শেয়ারহোল্ডিং থেকে যাকাত দিতে কোনো দোষ নেই এবং যাকাত সুবিধাভোগীদের দেওয়া হলেও তাতে কোনো দোষ নেই। যদিও তাদের অংশে শার'ঈভাবে যাকাত নামকরণ করা হয়নি (Abū Mukh 2007, 137)।

সুতরাং সার্বিক বিবেচনায়, খলীফা উমর রা. এর বনি তাগলিব গোত্রের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে এ কারণে যে, এর প্রয়োজন রয়েছে এবং এ কাজ করায় কোনো ক্ষতি নেই।

কোম্পানির নিসাব নির্ধারণ পদ্ধতি

যাকাত আবশ্যিক হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। এই শর্ত সর্বসম্মত এবং সমর্থিত। কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে এই নিসাব কিভাবে নির্ধারিত হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, কোম্পানিতে বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য থাকে। কারো অংশ বেশি আবার কারো অংশ কম। এমনও সদস্য আছে যে ব্যক্তিগতভাবে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক নয়। এক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া হলো–কারো ওপর যাকাত ফরয হতে হলে তাকে স্বতন্ত্রভাবে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হতে হবে। খুলতাহ বা মিশ্রিতসম্পদের মধ্যে কেউ এককভাবে নেসাবের মালিক না হলে, অন্যের সম্পদের সাথে মিশ্রিত থাকার কারণে তার নেসাব পূর্ণ ধরা হবে না এবং তার ওপর যাকাতও ফরয হবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবি রহ. এর বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে তিন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী যাকাতের সম্পদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি যৌথভাবে অংশীদার হলে যাকাত প্রত্যেকের ভিন্ন অংশে ওয়াজিব হবে না; বরং সামগ্রিকভাবে যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তিন ইমামের মতে সামগ্রিক সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। প্রত্যেক অংশীদারের নিজস্ব মালিকানার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না (Al 'Uthmānī 2003, 74)।

তিন ইমামের অভিমতের ভিত্তি হলো আল্লাহর রাসূল ﷺ এর খুলতা সংক্রান্ত হাদীস। এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও সমকালীন বহু সংখ্যক ফকিহ বলেছেন, এ সংমিশ্রণকারীরা একজন মালিকের ন্যায় যাকাত দেবে (Al Qarḍāwī 2013, 1/214)।

কোম্পানিকে অবশ্যই তার শেয়ারের ওপর যাকাত দিতে হবে যেভাবে ব্যক্তি তার সম্পদের ওপর যাকাত দেয়। অর্থাৎ কোম্পানি সকল শেয়ারমালিকের অর্থকে একজনমাত্র ব্যক্তির মালিকাধীন অর্থ বলে গণ্য করবে। যাকাত প্রদানের নিয়মাবলিকে বিবেচনায় ধরে যাকাত অনুরূপভাবে পরিশোধ করবে। যেমন, নির্ধারিত নেসাবের পরিমাণ, প্রদেয় অর্থের পরিমাণ, তহবিলের ধরন এবং যাকাত সম্পর্কিত অন্যান্য শর্ত। মিশ্র সম্পদের যাকাত প্রদানের নীতিকে অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হিসেবে কিছুসংখ্যক ফকিহ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তবে সরকারি শেয়ার, ওয়াকফ

প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, দাতব্য কর্তৃপক্ষের শেয়ার এবং অমুসলিমদের মালিকানাধীন শেয়ারের ওপর যাকাত প্রদান করবে না।

নেসাব পরিমাণ সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নগদ তহবিল, বাণিজ্যিক ও পশুসম্পদের মালিকানা কমপক্ষে চন্দ্র বৎসরের এক বছর হতে হবে। কেননা, নবী করিম ﷺ বলেছেন,

> ليس في المالِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ
>
> এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো মালে যাকাত ফরয হয় না (Abū Dāwūd 1999, 1573)।

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বর্ষপূর্তির ব্যাপারে প্রায় সকল ফকিহই একমত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ ছিল না। তবে ইবন আব্বাস এবং মুআবিয়া রা. থেকে ভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। তারা বলেছেন, যখনই মাল ব্যবহারযোগ্য হবে, তখনই তাতে যাকাত ফরয হবে। এক বছর পূর্ণ হওয়ার কোনো শর্ত নেই। তাদের এই অভিমতের সাথে কতিপয় তাবেয়িন ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তাদের মত হচ্ছে, কারো মাল যখনই নেসাব পরিমাণ হবে, তখনই তার যাকাত আদায় করতে হবে। মালিকানার এক বছর অতিবাহিত হোক আর না-ই হোক (Al Qarḍāwī 2013, 1/174)।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ওপর বছর পূর্ণ করা শর্ত কিনা ? কেননা ব্যাংকের যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণে বছরের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়। কাজেই প্রতি বছর যে পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি প্রায় তার ওপর পৃথক পৃথকভাবে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য কি না? না কি বছর শেষে ব্যালেন্সশিটে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে তার ওপরই যাকাত প্রদান করবে?

যাকাতের নিসাবের ওপর বৎসর পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া হলো, কেউ একবার নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর, যখন ওই নিসাবের এক বছর পূর্ণ হবে তখন বছরের মাঝে অর্জিত সম্পদসহ সমুদয় মালের ওপর যাকাত ফরয হবে। বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অর্জিত ভিন্ন ভিন্ন সম্পদের ওপর আলাদাভাবে বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য হবে না। বরং বছরান্তে সম্পূর্ণ সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হবে। যেমন–কোনো সাহেবে নিসাব ব্যক্তির মালিকানায় বছরের শুরুতে এক লাখ টাকা ছিল, কিন্তু বছরের মাঝে আরো এক লাখ টাকা অর্জিত হলো। এমতাবস্থায় বছরান্তে শুধু এক লাখ টাকার যাকাত আদায় করলে দায়িত্ব আদায় হবে না। বরং এক্ষেত্রে তাকে পূর্ণ দুই লাখ টাকার ওপরই যাকাত আদায় করতে হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর বৎসরপূর্তির ব্যাপারে ইবনে কুদামাহ রহ. বলেন (Ibn Qudāmah 1997, 4/75-76):

ক. ব্যবহারোপযোগী মাল যদি কারো কাছে পূর্বে থেকে রক্ষিত মালের সাথে প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে, তা হলে তাতে যাকাত ফরয হবে। যেমন ব্যবসায়িক পণ্যের মুনাফা ও পশুর বাচ্চা। এক্ষেত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশকে পূর্বের অংশের মধ্যে শামিল করতে হবে।

খ. মালিকের কাছে যদি প্রাপ্ত মাল তার কাছে পূর্বে রক্ষিত মালের স্বজাতীয় না হয়–যেমন কারো কাছে নেসাব পরিমাণ উট রয়েছে, পরে সে একটি গাভি লাভ করল। এক্ষেত্রে পূর্বে থেকে রক্ষিত ও বছর অতিক্রান্ত মালের সাথে নতুন মালকে মেলানো হবে না ও তা শামিল ধরে নেসাবের হিসাব করা যাবে না। বরং সেই নতুন প্রাপ্ত মাল যদি নেসাব পরিমাণ হয় ও এক বছর অতিবাহিত হয়, তবেই তার যাকাত দিতে হবে, নতুবা নয়। সর্বসাধারণ আলেমের এটাই সিদ্ধান্ত।

গ. পরে প্রাপ্ত মাল যদি তার কাছে পূর্বে রক্ষিত নিসাব পরিমাণ মালের স্বজাতীয় হয় যার ওপর যাকাত হওয়ার একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে স্বতন্ত্র কারণে–যেমন কারো কাছে চল্লিশটি ছাগল থাকে, যার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়েছে, অতঃপর সে আরো একটি ছাগল ক্রয় করল কিংবা দান হিসেবে পেয়ে গেল। তাহলে তার এই ছাগলের ওপর একটি বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরয হবে না। এটি ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী রহ. এর অভিমত। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, বিগত বছরে তার কাছে যা ছিল তার সাথে পাওয়া ছাগল একসঙ্গে হিসাব করে সবকিছুরই যাকাত দিতে হবে, তার কাছে রক্ষিত মালে একটি বছর পূর্ণ হওয়ার পর। ... কেননা, এই শেষে পাওয়া মালের বছর স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হলে ফরয আদায় খণ্ডিত হয়ে যাবে; যাকাত ফরয হওয়ার সময়ও বিভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে। মালিকানা লাভের সময় স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত করতে হবে। আর সম্পদের প্রতি অংশের যাকাতের পরিমাণ আলাদাভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে সামান্য পরিমাণ আলাদা করে দেয়া কঠিন হবে, পরের বছরগুলোতেও অনুরূপ অবস্থাই দেখা দেবে। আর এটা খুবই কঠিন কাজের দায়িত্ব চাপানো ছাড়া আর কিছুই নয় অথচ 'দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দেননি' (Al Qurān, 22:78)।

ইবনে কুদামাহ রহ. যদিও হানাফী মাযহাবের এই অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু সত্য কথা এই যে, বাস্তবায়নে হানাফী অভিমতই সহজ (Al Qarḍāwī 2013, 1/176)।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর বৎসর পূর্তির ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলেও শরী'আহ্‌র সহজতার বিধান অনুসরণ করে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্সশিটে বৎসর শেষে যে সম্পদ প্রদর্শিত হয় তার ওপর নিসাব নির্ধারণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত আদায়, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও হিসাবায়ন পদ্ধতি মূলত ইজতিহাদভিত্তিক। আর ইজতিহাদি সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে ভিন্নতা থাকাটাই

স্বাভাবিক। তবে এই সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে যাকাতের মাকাসিদ প্রতিফলিত হয়েছে। আর তা হলো সম্পদের যাকাত আদায় হলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য কমে যাবে, অভাবীদের অভাব ঘুচবে, আয়বৈষম্য দূর হবে এবং সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে। মানবতার ইতিহাসে দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাত প্রথম ও অনন্য প্রয়াস। যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায়ের তাগিদ রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশেই তা অনুপস্থিত। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত আদায় করার প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও এ ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। যেসব দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করছে তাদের অনুশীলন এ ব্যবস্থার কল্যাণকর দিকটি বাস্তবে দেখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়ের চেয়ে এই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে যাকাত আদায় হলে এর প্রাপকদের কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। আর শুধু প্রতিষ্ঠান হওয়ার অজুহাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত না দেওয়ার সিদ্ধান্তে ব্যাপক পরিমাণ সম্পদ যাকাতের আওতার বাইরে চলে যায়, যা যাকাত বাধ্যতামূলক হওয়ার মাকাসিদকে ব্যাহত করে। কাজেই মুজতাহিদগণ এই বিষয়ে একমত যে প্রতিষ্ঠানের যে সম্পদ আছে তার যাকাত আদায় করতে হবে। তাদের মতপার্থক্য কেবল এ বিষয়ে যে যাকাত ব্যক্তিগতভাবে না কি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আদায় হবে।

পূর্বের আলোচনা ভিত্তিতে এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করে আলোচনা সমাপ্ত করা হলোঃ

ক. ইসলামী আইন শাখসিয়্যাহ ই'তিবারিয়্যাহর ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়। তবে তার ওপর যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা, যাকাত মুসলিম ব্যক্তির ওপরই ফরয, প্রতিষ্ঠানের ওপর নয়।

খ. শাখসিয়্যাহ ই'তিবারিয়্যাহ হিসাবে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত আদায়ের পক্ষে অভিমত রয়েছে। কিন্তু যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদাতের দায়িত্ব কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তায় কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

গ. তবে যাকাত প্রদানের মূল দায়িত্ব যেহেতু শেয়ারহোল্ডারগণের তাই তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাকাত আদায় করলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। এটা শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় থেকে শ্রেয় বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অমুসলিম, সরকারি মালিকানাধীন শেয়ার, ওয়াকফ শেয়ার বাদ দিতে হয়। তবে অমুলিমদের শেয়ার বাদ না দেওয়ার পক্ষেও অভিমত রয়েছে। এক্ষেত্রে অমুসলিমদের অংশ সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উপবিধিতে বিষয়টি উল্লেখপূর্বক তাদের অনুমতি নিতে হবে।

ঙ. কোম্পানি সরাসরি যাকাত প্রদান না করলে কোম্পানি যে যাকাত প্রদান করতে বাধ্য তা আর্থিক বিবরণীতে ঘোষণা করতে হবে। তবে প্রতিটি শেয়ার থেকে কত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তাও উল্লেখ করতে হবে।

চ. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত মূল্যায়নে দুটি পদ্ধতি রয়েছে। নিট সম্পদ পদ্ধতি ও নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতি। এ দুটি পদ্ধতিতে যাকাতের পরিমাণ একই।

ছ. এর বাইরে বাংলাদেশে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিট ইক্যুইটি পদ্ধতি অনুশীলনের নজির রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংক শুধু বিভিন্ন রিজার্ভ ও শেয়ার প্রিমিয়ামের ওপর যাকাত দেয়। আর পরিশোধিত মূলধনের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব শেয়ারহোল্ডারগণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

জ. জমাকারীগণ দায়িত্ব দিলে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের পক্ষে যাকাত পরিশোধ করতে পারে।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

AAOIFI- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2015. *Shari'ah Standards.* Manama, Bahrain.

- 2023. *Shari'ah Standards (Bangla Version).* Central Board For Islamic Banks Of Bangladesh

Abdus Samad, Muhammad, Muhammad Shamsul Huda and Muhammad Shamsudduha. 2017. *Sharia Supervisory Comitteer Siddhanto*. Dhaka: Shariah Secretariat, Islami Bank Bangladesh Limited.

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn Al Ash'ath Al Sijistānī. 1999. *Sunan Abī Dāwūd*. Al Riyāḍ: Dār Al Salām.

Abū Mukh, Ḥannān 'Abd Al Raḥmān. 2007. *Zakāt Al Shirkāt Fil Fiqh al Islāmī*. 'Ammān: Dār al Ma'mūn.

Al 'Awdah, 'Abd Al Qādir. ND. *Al Tashrī'i Al Jināyī Al Islāmī Muqāranan Bil Qānūn Al Waḍ'ī*. Bairūt: Dār Al Kātib Al 'Arabī

Al Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2015. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī.* Al Riyāḍ: Dār Al Ḥaḍārah

Al Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad Ibn 'Alī. 2010. *Sharḥ Mukhtṣar Al Ṭaḥāwī.* Bairūt: Dār Al Bashāir Al Islāmiyyah

Al Qarḍāwī, Yūsuf. 2013. *Islamer Zakater Bidhan.* Transleted By: Abdur Rahim. Dhaka: Khairun Prokashon

Al 'Uthmānī, Muḥammad Taqī. 2003. *Islam O Adhunik Orthobyabostha.* Translated By: Abu Saleh Muhammad Toha. Dhaka: Al Kawsar Prokasony

Bafadhal, Husin. 2021. "ZAKAT ON LEGAL ENTITIES: Towards Concept Perfection and Its Regulations in Indonesia" *Al-Risalah* 21(1) June: 13 - 32. DOI: 10.30631/al-risalah.v21i1.734

Bidhibaddah Islami Ain (Codified Islamic Law). 2008. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Hassan, Syed Riazul. 1983. *The Reconstruction of Legal Thought in Islam*. Lahore: Iman Abu Hanifa Academy

Ibn 'Afānah, Ḥusām Al Dīn Ibn Mūsā Ibn Muḥammad. 2007. *Yasalūnaka 'An Al Zakah*. Filasṭīn: Lajnah Zakāh Al Quds

Ibn Qudāmah, 'Abd Allah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. 1997. *Al Mughnī*. Al Riyāḍ: Dār 'Ālam Al Kutub.

Ibn Rushd, Abū Al Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad. 1995. *Bidāyat Al Mujtahid Wa Nihāyat Al Muqtaṣid*. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm

Shaḥḥātah, Shawqī Ismā'īl. 1970. *Muḥāsabat Zakāt Al Māl: 'Ilman wa 'Amalan*. Al Qāhirah: Maktaba Al Anjulū Al Miṣriyyah

Siddiqi, Mohammad N. 1984. "مؤتمر الزكاة الأول (First Zakat Conference)" *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (pp. 163 - 168) . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3130600